দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..04 APR 2015...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ হল সংস্কার

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের শহীদ এইচএম ইব্রাহিম সেলিম মিলনায়তনের দ্বিতীয় তলার ছাদ ধসিয়া আহত হইয়াছে দুইজন। দুইজনের একজন শিক্ষার্থী এবং অপরজন দোকানের কর্মচারী। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাইয়াছেন, সকালে বৃষ্টির সময় দ্বিতীয় তলার সামনের ইটের রেলিং ধসিয়া পড়ে। মূলত পুরাতন ভবনে বৃষ্টির দমকা হাওয়া লাগায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তবে ইহা যে কোন সময় আরও ভয়াবহ বিপদ ডাকিয়া আনিতে পারে। তাই এখন হইতেই সতর্ক হইতে হইবে। যেহেতু এই হলটি পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ, তাই অতিসত্বর ইহার সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। ২০১৩ সালের ৮ মে এই হলেরই টেলিভিশন কক্ষের ছাদ ধসিয়া পড়ে। এই প্রেক্ষিতে তিন বৎসর মেয়াদে চারটি হল সংস্কারে একটি উন্নয়ন প্রকল্প শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় সংস্কার কাজের জন্য অর্ধেক অর্থ প্রেরণ করিয়াছে, হলগুলি সংস্কারের জন্য প্রণয়ন করা হইয়াছে নকশাও। আর ইহারই মধ্যে সূর্যসেন হলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। ইহাতে প্রমাণিত হয়, জরুরি সংস্কার কাজ জরুরিভাবেই সম্পন্ন করা বাঞ্ছনীয়।

সূর্যসেন হলসহ ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি হল জরাজীর্ণ। ভূমিকম্পসহ যে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হলগুলিতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইতে পারে। আর এই কারণে আতঙ্কে রহিয়াছেন শিক্ষার্থী ও আবাসিক শিক্ষকগণ। ২০১৩ সালের দুর্ঘটনার পর মাস্টারদা সূর্য সেন, হাজী মুহাম্মদ মুহসীন, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক ও শহীদুল্লাহ হলকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'জরাজীর্ণ' আখ্যা দেয়। এজন্য জরুরি সংস্কারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ দেয়। শর্তানুযায়ী দুই অর্থ বৎসরে বরাদ্দের অর্ধেক অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোষাগারেও আসিয়াছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সংস্কার কাজ শুরু করা হয় নাই। এই বিলম্বের মূল কারণ অর্থছাড় ও নকশা জমাদানে কালক্ষেপণ। সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষজ্ঞ দল চারটি হলের প্রতিটি ভবন সার্ভে করিয়া জাতীয় ভবন নির্মাণ নীতিমালা অনুযায়ী ভবন সংস্কারের নকশা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিয়াছে। নকশা অনুযায়ী হলভবনের পিলার ও বিম শক্তিশালী করার কথা। ইহাতে ভবনগুলোতে নূতন ভবনের ন্যায় শক্তি সঞ্চারিত হইবে বলিয়া জানা যায়। অন্তত আগামী ২০-৩০ বৎসর ইহা লইয়া আর ভাবিতে হইবে না এমন কথাও বলিয়াছেন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা। এখন দরকার এই নকশা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করিয়া দেওয়া এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটানো।

বিপদ কখনও বলিয়া কহিয়া আসে না। তাই জরাজীর্ণ ভবন বা স্থাপনা ফেলিয়া রাখা বা তাহাতে বিপজ্জনকভাবে বসবাস করা অনুচিত। আমরা জগন্নাথ হল ট্রাজেডির কথা অনেকেই জানি। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর এই হলের একটি ভবনের ছাদ ধসিয়া পড়িলে শিক্ষার্থী ও কর্মচারীসহ ৩৯ জন লোকের মর্মস্পর্শী প্রাণহানি ঘটে। সেই ঘটনা হইতে আজও আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি নাই। সুতরাং এই ধরনের কাজে দ্রুত বরাদ্দ না পাওয়া দুঃখজনক। আবার বরাদ্দ প্রদানে বিলম্ব হইলে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াটাও অস্বাভাবিক নহে। এভাবেই যে কোন জরুরি উন্নয়নমূলক কাজেও দেখা দেয় জটিলতা। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন হলগুলি সংস্কার বা পুনর্নির্মাণে অনতিবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজের ভগ্নদশায় উপনীত অবকাঠামো সংস্কারেও গ্রহণ করা হউক বিশেষ উদ্যোগ।